মেহেরপুরে কৃষকদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে কাশ্মিরী আপেল কুল চাষ

গতানুগতিক আবাদ থেকে লাভবান না হওয়ায় ফরিদ উদ্দীন নামের এক কৃষকের সম্ভাবনাময়ী কাশ্মিরী কুল চাষে সাড়া ফেলেছে মেহেরপুরের গাংনীর চাষিদের মাঝে। দেখতে সুন্দর, সু-স্বাদু ও অধিক উৎপাদনশীল এই কাশ্মিরী কুল চাষ শুধু চাষী নয় বেকার যুবকদেরও হতে পারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

ইতোমধ্যে এলাকার কৃষক ও যুবকেরা কুল চাষের পরামর্শ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস। গতানুগতিক আবাদ থেকে ফিরে নতুন চাষে লাভবান হবে বলে আশায় বুক বেধেছেন জেলার অনেক কৃষক।

কুল চাষের বিষয়ে জানতে চাইলে জানা গেছে,বছর পাঁচেক আগের কথা। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের ব্যবসায়ি ফরিদ উদ্দীন তার ব্যবসায় একের পর এক লোকশান গুনছিলেন। স্থানীয় কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি শুরু করেন পেঁয়ারা চাষ। এতে কিছুটা লাভবান হলেও ফল চাষের উপর ঝুঁকে পড়েন তিনি।

গেল বছর তিনি পরীক্ষামূলক কাশ্মিরী কুল চাষ শুরু করেন। এক বিঘা জমিতে কুল চাষে খরচ হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওই কুল বিক্রি করেন প্রায় এক লাখ টাকা। উৎপাদন খরচের দ্বিগুন লাভ হওয়ায় চলতি বছরে তিনি পাঁচ বিঘা জমিতে কুল চাষ শুরু করেন।

প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় লাল ও বাদামী রঙয়ের কুল শোভা পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে এবং সঠিক ভাবে বাজারজাত করতে পারলে এবার তিনি পাঁচ লক্ষাধিক টাকা আয় করবেন বলে আশাবাদী।

এদিকে কুল চাষসহ নানা ফল চাষে চাষিদের বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় এনজিও সংস্থা পিএসকেএস এর কৃষি ইউনিট বিভাগ। পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি ইউনিট বিভাগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন বলেও জানান স্থানীয় কুষক।

কাশ্মিরী কুল চাষি জুগিন্দা গ্রামের ফরিদ উদ্দীন জানান, থোকায়

ধোকায় যে কুল দোল খাচ্ছে সেটি শুধু তারই নয় এলাকার শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের দ্বার উন্মোচনে আশা যোগাচ্ছে।

ধন মিয়ার সফলতা দেখে এ বছর প্রায় চাষী উৎসাহিত হয়ে প্রায় পনের বিঘা জমিতে এ কুল চাষ করেছে। তবে তারা এ বছর লাভবান হলে পরের বছর কৃষকের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

স্থানীয় অন্য এক চাষি আল আমিন হোসেন জানান, তিনি খোজ নিয়ে ফরিদ এর কুল বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি পরামর্শ ও কুৃলের চারা সংগ্রহ করে কাশ্মিরি কুলের আবাদ করবেন।

শুধু আল আমিন হোসেন নয়, এলাকার অনেক বেকার যুবকেরা কুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কুল চাষে আগ্রহী করতে ফরিদ হোসেন সকলকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, অপার সম্ভাবনাময়ী এ কুল চাষ অত্যান্ত লাভজনক। স্বল্প পরিশরে ও স্বল্প খরচে অনেক লাভ করা সম্ভব তাছাড়া এ কুলে পোড়া মাকড়ের আক্রমন নেই তাই কোন প্রকার কীটনাশকের ব্যবহারও হয়না । এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও নেই।

মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুরে বাসি-পঁচা মাংস বিক্রি করায় ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে বাসি- পঁচা মাংস বিক্রি করার দায়ে মাংস বিক্রেতা শুকুর আলীর কাছে থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত । একই সঙ্গে সমস্ত পচা মাংস জব্দ করে বিনষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম এ আদালত পরিচালনা করেন।

দন্ডিত শুকুর আলী মেহেরপুর শহরের চক্করপাড়ার মকবুল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, একজন ক্রেতা বড় বাজারের মাংস বিক্রেতা শুকুর আলীর কাছ থেকে গরুর মাংস কিনে নিয়ে যাই। ওই মাংস পঁচা গন্ধ দুর্গন্ধ বের হলে তিনি মাংস বিক্রেতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এসময় পৌরসভার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মনিরুল ইসলাম মাংস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন মাংস দিয়ে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ২০০৯ আইন ৯ এর ৬১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মেপ্র/ইএম

মুস্তাকিন বাঁচতে চাই

প্রতিটি মানুষ জন্মের পর কোনো না কোনো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু ৩ বছর বয়সী শিশু মুস্তাকিন আলীর বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন নেই। সে শুধু বাঁচতে চাই। জন্ম থেকে ব্যাধি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা।

শিশু মুস্তাকিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামের দিন-মজুর শমসের আলীর ছেলে।

মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলী জানান,৪ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন মজুরের কাজ করে সংসারের খাবার জোগাড় করায় কষ্টকর হয়ে পড়ে। তারপর আমার পরিবারের সবার ছোট মুস্তাকিনের টিউমার রোগের কারণে প্রতিদিন ৪শ টাকার ওষধ কিনতে হয়। আমি যা রোজগার করি প্রতিদিন তার দ্বিগুন টাকা ওষধ কিনতে বিভিন্ন মানুষের কাছে ধার-দেনা করতে হয়।

মুস্তাকিনকে দেশের বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা টিউমার অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপারেশন করার জন্য কয়েক লাখ টাকা দরকার। তাই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ

আমার আদরের টুকরো মুস্তকিনের চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা করলে,হয়তো মহান আল্লাহ তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেবে।

প্রিয় পাঠক,আপনার সামান্য সহযোগিতায় মুস্তকিনের হাঁসি ফুঁটতে পারে। তাই তাকে সাহায্যে করার জন্য মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলীর বিকাশ নং-০১৯৩৬২৮৯৭৩৫

মুজিবনগরে সেই অসহায় মাকে শাড়ি কিনে দিলেন তথ্য আপা

মুজিবনগরে জমি নাই ঘর নাই বাঁশ তলায় বসবাস করা বৃদ্ধ মা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের করুন কাহীনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তুলে ধরার পর নিজ উদ্যেগে সেই বৃদ্ধ মাকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার।

সোমবার সকালে তিনি নিজে যেয়ে বৃদ্ধ মাকে সেই শাড়ি পরিয়ে দিয়ে আসেন। আর এই মানবতা দেখে বৃদ্ধ মা হালিমা খাতুন আনন্দে আপ্লুপ্ত হয়ে উঠেন।
তিনি বলেন আমাকে এভাবে কেউ সহযোগীতা করবে সেটা কখনো ভাবতেই পারিনি। এ সময় তিনি তথ্য আপার জন্য দোয়া কামনা করেন।

তথ্য আপা তানিয়া খন্দকার জানান, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় অসহায় ব্যক্তিটির গল্প পড়ার পর নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছিলো। কতই না কষ্টে বসবাস করছে তারা। পরে আমি চিন্তা করলাম তাকে দেখতে যাবো। আর মনে হলে তাকে যদি ছোট কিছু দিয়েও সহযোগীতা করতে পারতাম তাহলে হয়তো কিছুটা উপকৃত করতে পারবো।আর সেই লক্ষে সোমবার সকালে তার জন্য একটি শাড়ি কিনে বৃদ্ধ মার হাতে তুলে দিয়ে আসি।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে প্রশাসনের কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তনের দাবিতে কর্মবিরতি

জেলা প্রশাসন সহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তন এবং বেতন গ্রেড উন্নতি করনণর দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি (বাকাসস) মেহেরপুর জেলা শাখা।

সোমবার সকালে তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে সকাল ১০টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এ কর্মবিরতি পালন করে।

বাকাসস এর মেহেরপুর জেলার নেতা আফতাব আলী খান, নিজাম উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

তিন উপজেলার দুটিতে নেই সাব-রেজিস্ট্রার, দুর্ভোগে মেহেরপুরবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়েছেন গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। মুজিবনগর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার নেই এক বছর ধরে। আর ১৪ ডিসেম্বর জেলা রেজিস্ট্রার অবসরে গেছেন। এ পদটিও শূন্য। শুধুমাত্র সদর উপজেলায় রয়েছেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তিনি সদর ও মুজিবনগর উপজেলা অফিস সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

শূন্য পদের ফলে গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম স্থবির। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন জমি কেনাবেচনা ও জরুরী কাজে দলিল উত্তোলন করতে আসা লোকজন। অতিরিক্ত দায়িত্ব কিংবা শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এখানকার মানুষগুলো। শূন্য পদ পূরণ সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এখন মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন হাজারও ভুক্তভোগী মানুষ।

এদিকে, বেকার সময় পার করছেন দলিল লেখক ও তাদের সহকারীসহ দুই শতাধিক মানুষ।
গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভৌগলিক দিক থেকে গাংনী উপজেলা মেহেরপুর জেলার অর্ধেক। জনসংখ্যাও এখানে বেশি। ফলে জমি কেনাবেচনার পরিমাণও অনেক। প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সর্বশেষ সাব-রেজিস্ট্রার ২৯ ডিসেম্বর বদলি অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়ায় ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ভলিউম হয়েছে। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের অভাবে সেগুলো মলিকদের দিতে পারছে না।

একইভাবে আরও ৬ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রিারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার দলিল হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন দলিল মালিকরা।

জমি ক্রেতা পুর্ব মালসাদহ গ্রামের মুক্তার হোসেন বলেন, আমি এক প্রবাসীর কাছ থেকে দেড় বিঘা জমি কিনে রেজিস্ট্রির দিনক্ষণ ঠিক করি। এখন সেই প্রবাসী আবারও বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন জমি রেজিস্ট্রি না হলে আমার জমির মালিকানা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমরা ৭০ জন মুহুরী ও ১৫০ জন সহকারী বেকার সময় কাটাচ্ছি। অপরদিকে, ডিসেম্বর মাসে আমাদের সনদ নবায়ন হয়নি। জেলা রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের দুর্ভোগের কথা বলার জায়গাও নেই।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের টিসি মহরার আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রতিদিনই দলিল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দলিল মালিকরা। সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের সকল কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের নানা মন্তব্য ও গালমন্দও শুনতে হচ্ছে।

এদিকে, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা অফিস সামলাচ্ছেন সাব-রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সদর উপজেলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতি বুধবার তিনি মুজিবনগরে জমি রেজিস্ট্রি করেন। এতে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মানুষও ভোগান্তিতে রয়েছেন। সময় মতো দলিল রেজিস্ট্রি ও দলিলের নকল না পেয়ে জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে অনেকের।

২০১৩ সাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৬০-৭০টি দলিল রেজিস্ট্রি হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাব-রেজিস্ট্রার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর থেকেই এ পদটি ফাঁকা।

সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন ও বদলি হয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে। তাই এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সুনজর ছাড়া ভোগান্তি লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, সরকারের কাছে জানানো হচ্ছে। আশা করছি আমাদের এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত শূন্য পদে সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবেন সরকার।

মেহেরপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিক মুজাহিদ ও শিক্ষা অফিসার আহত

মেহেরপুর নিউজ এর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক ও মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি এস.এম মুজাহিদ আল মুন্না ও গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে।

মোটরসাইকেল যোগে গাংনী থেকে মেহেরপুর আসার পথে, গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর বন বিভাগের সামনে এই ঘটনা ঘটে। আহতদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে প্রথমবারের মত হতে যাচ্ছে শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি শ্মশান ঘাট পূজা মন্দিরে প্রথমবারের মত হতে যাচ্ছে তিন দিন ব্যাপী শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা।

আগামী ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৫ জানুয়ারী এ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজায় ধুপধুনো আর বাদ্য বাজনায় জানাবে মায়ের আগমনী বার্তা। মানব মনে জাগিয়ে তুলবে আনন্দঘন পূর্ন শিহরণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা কমিটির সভাপতি অনীল গোসাঁই। কমিটির সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার বিশ্বাস বলেন, আমরা প্রথমবারের মত এই পূজার আয়োজন করেছি। ২৩ তারিখ বিকাল ৪ টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে। সন্ধায় প্রতিমা স্থাপন, ৬টায় শুভ উদ্বোধন, রাত ৯টায় পূজা শুরু হবে, রাত ১২টায় অঞ্জলী প্রদান, রাত ১টায় বলিদান।

মেহেরপুরে উপজেলা পর্যায়ে আন্ত: প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে আন্ত:প্রাথমিক ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা ও পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার মেহেরপুর পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন

করা হয়।

সভাপতিত্ব করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহা: ফজলে রহমান। বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আলমগীর, জাহিদুল ইসলাম।

প্রতিযোগীতায় ১০০ মিটার দৌড়ে শোলমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহসান হাবিব, দীর্ঘ লাফ উজলপুরের সুলাইমান, উচ্চ লাফ শোলমারীর মাহফুজ, ভারসাম্য দৌড় পিরোজপুরের ফয়সাল, অংক দৌড় গোপালপুরের নাহিদ, কবিতা আবৃতি গোভীপুরের আফলিন জাদিদ দিহান, চিত্রাংকন তেরঘরিয়ার উজায়ের, নৃত্য বড়বাজারের ইয়াছিন, পল্লিগীতিতে ইছাখালির আলিফ হোসেন, একক অভিনয়ে রাধাকান্তপুরের দেলোয়ার, উপস্থিত বক্তৃতা বিএম এর মাবরুব রাইম, খ গ্রুপের ১০০ মি. দৌড় খোকসার মহিমা খাতুন, দীর্ঘ লাফ খোকসার মহিমা খাতুন, উচ্চলাফ রাজাপুরের সুরাইয়া, ভারসাম্য দৌড় মেহেরপুর পৌর অহনা মিম, রিলে দৌড় খোকসার মিম্মা খাতুন, বল নিক্ষেপ শোলমারীর নুপুর, অংক দৌড়ে রাইপুরের আরশি সুলতানা।

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত সব কর্মকর্তা ও ফোর্সের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড, মাসিক কল্যাণ ও অপরাধ সভায় জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম মুরাদ আলী এ ঘোষণা দেন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গ্রেফতার, সন্ত্রাস দমন, মাদক ও অপরাধ নির্মূলসহ আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় তাকে

২০১৯ সালের মেহেরপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এসপি এসএম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার শেখ মোস্তাফিজুর রহমান রহমান।

এসময় সদর, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি ও বিভিন্ন স্তুরের পুলিশ কর্মকর্তারা ও অন্য পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি